আমাদের সময়
বৃহস্পতিবার ২৬ নভেম্বর ২০১৫ ■ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২২

তারিখ 26 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

এসএসসির ফরম পূরণ

যশোর বোর্ডের ২৭০০ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ২৩ কোটি টাকা আদায়

যশোর প্রতিনিধি ■ যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বিদ্যালয়গুলো এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণে ফি বাবদ অতিরিক্ত ২৩ কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে প্রেসক্লাব যশোরে বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, যশোর বোর্ডের আওতাধীন ১০ জেলার প্রায় দুই হাজার ৭০০ বিদ্যালয়ের এক লাখ ৫৩ হাজার ৬৭৯ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে ২৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়েছে।

তাদের মতে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসএসসি বিজ্ঞান বিভাগের জন্য এক হাজার ৪৪৫ টাকা এবং বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এক হাজার ৩৫৫ টাকা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এ ফরম পূরণের নামে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বোর্ড-নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করছে।

ছাত্রমৈত্রীর নেতারা বলেন, যশোরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পুলিশলাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য তিন হাজার টাকা, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য দুই হাজার ৯০০; যশোর শিক্ষা বোর্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য তিন হাজার ২০০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য তিন হাজার; যশোর সেবাসংঘ বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য দুই হাজার ৯০০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য দুই হাজার ৮০০; যশোর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য তিন হাজার এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য দুই হাজার ৮০০; নিউটাউন বাদশাহ ফয়সালে বিজ্ঞান বিভাগে দুই হাজার ৭০০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য দুই হাজার ৬০০; মুসলিম একাডেমিতে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য দুই হাজার ৫০০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য দুই হাজার ৪০০; ইসলামিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য তিন হাজার এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য শিক্ষার্থীপ্রতি দুই হাজার ৮০০ টাকা আদায় করছে।

দেখা গেছে, বোর্ড-নির্ধারিত ফির তুলনায় প্রতিটি বিদ্যালয় অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। ফলে গড় হিসাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা বেশি আদায় করা হয়েছে। তাদের হিসাবমতে, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার সম্ভাব্য এক লাখ ৫৩ হাজার ৬৭৯ পরীক্ষার্থী কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত ২৩ কোটি ৫ লাখ ১৮ হাজার ৫০০ টাকা। এর মধ্যে যশোর জেলার ২৭ হাজার ১১৭ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অনৈতিকভাবে আদায় করা হচ্ছে চার কোটি ছয় লাখ ৭৫ হাজার ৫০০ টাকা। অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে জোর দাবি জানানো হচ্ছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে।

এ বিষয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধবচন্দ্র রুদ্র বলেন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত দেড় হাজার টাকা আদায় করছে এটি ঢালাওভাবে বলা ঠিক নয়। তবে আমি নিজেও মৌখিকভাবে শুনেছি কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। কিন্তু অভিযোগকারীদের কেউ নির্দিষ্ট করে প্রতিষ্ঠানের নাম না বলার কারণে বিষয়টি স্পষ্ট হতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে অতিদ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলেও তিনি জানান।